দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 08 JUN 1997
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

বিশ্ববিদ্যালয়ে এসব কি হচ্ছে? ছাত্রছাত্রীরা যেন ক্রীতদাস

॥ লুৎফুল খবীর ॥

প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে যার স্বীকৃতি বিশ্বব্যাপী। অথচ এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরই হাজার হাজার মেধাবী ছাত্র আর উচ্চ ডিগ্রীধারী শত শত ডাকসাইটে শিক্ষকের নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা হাতে নিয়েছে 'বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাডার' উপাধিপ্রাপ্ত কিছু সংখ্যক ছাত্র-অছাত্র সন্ত্রাসী। বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে এদের বসবাস হলেও এদের অনেকেই বহিরাগত মস্তান। এদের কেউ কেউ পূর্বে বস্তির বখাটে যুবক, সেলুনের নাপিত, ক্যান্টিনের বয় (মেসিয়ার) হিসেবে কর্মরত ছিল। পরবর্তীতে ছাত্র ক্যাডারদের সাথে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের ক্যাডার পরিচয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের উপর ত্রাসের রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছে। সংগঠনের 'এ্যাকশন গ্রুপ' শক্তিশালী করার লক্ষ্যে অনেক অকাট্য মূর্খ সন্ত্রাসীকেও ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে নিজ নিজ ছাত্র সংগঠনে। ফলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যেন সন্ত্রাসীদের অভয়ারণ্য। এসব সন্ত্রাসীর হাতে নিজ সংগঠনের অধস্তন নেতা-কর্মীদেরও নিগৃহীত হওয়ার উদাহরণ অসংখ্য। ভুক্তভোগী ছাত্ররা নিজেদের জীবনের নিরাপত্তার কথা ভেবে পত্রিকার পাতায়ও তাদের নিত্যদিনের লাঞ্ছনা-গঞ্জনার করুণ চিত্র প্রকাশ করতে ভয় পায়। কিন্তু সম্প্রতিক সময়ে এদের দৌরাত্ম্য সাধারণ ছ ত্রদের প্রাণ ওষ্ঠাগত করে তুলেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন হল দু'টি প্রধান ছাত্র সংগঠনের দখলে। অবস্থা এমন– কোন ছাত্রকে হলে থাকতে হলে হলটি যে ছাত্র সংগঠনের দখলে আছে, সে ছাত্র সংগঠনের মিছিল-সভায় ছাত্রটিকে বাধ্যতামূলক উপস্থিত থাকতে হবে। এর অন্যথা হলে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, ছাত্রটির জন্য প্রায় অবধারিত। নাম প্রকাশে ভীত বৃহত্তর ফরিদপুর এলাকার একজন ছাত্র তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'আমার নীতি, আদর্শ, বিবেক না হয় চুলোয় যাক, কিন্তু এসব মিছিলে যে কোন সময় সংঘাত-সংঘর্ষ বাধে, হঠাৎ করে গোলাগুলি শুরু হয়। তাদের দখলকৃত হলে থাকি বলেই কি আমাকে 'বলির পাঠা' হতে হবে? হলে সাধারণ ছাত্রদের নামে বরাদ্দকৃত রুম থেকে তাদের উচ্ছেদ করে হলের নেতা অথবা ক্যাডাররা তা দখল করে নেয়। এই জঘন্যতা এখন এতই স্বাভাবিক আর গা সওয়া হয়ে গেছে, যা পত্রিকায় লেখার মত কোন ঘটনা বলেই মনে হয় না। কিন্তু এরপরও যারা এখনো হলে টিকে আছে, তারা যেন ক্যাডারদের কাছে ক্রীতদাস, যে কোন দিন ক্যাডার বা নেতারা গেস্ট নিয়ে আসবে। নিজেদের বিছানাপত্রসহ সিট ছেড়ে দিতে হবে তাদের, প্রকৃত ছাত্রকে দীনহীনভাবে শুয়ে থাকতে হবে ফ্লোরে অথবা চলে যেতে হবে অন্য রুমে। যে কোন সময় যে কোন রুমে ঢুকে ক্যাডাররা আড্ডা শুরু করে। ফলে প্রকৃত ছাত্রটির পড়ালেখার মারাত্মক বিঘ্ন ঘটে। এ আড্ডায় তাস খেলা থেকে শুরু করে নিষিদ্ধ "ডাইল" (ফেনসিডিল) সেবনও চলে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, আড্ডারত অবস্থায় ক্যাডাররা রুমের প্রকৃত ছাত্রটিকে টাকা হাতে দিয়ে নীচ থেকে চা নিয়ে আসতে নির্দেশ দেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্সে পড়ুয়া কোন ছাত্রকে দিয়ে চা এনে খেতে তারা বড়ই পুলক অনুভব করে। কারণ, এদের কেউ কেউ অকাট্য মূর্খ বস্তির বখাটে যুবক, ক্যান্টিনের মেসিয়ার বা সেলুনের নাপিত হিসেবে খ্যাত। জানা গেছে, একটি অভিজাত পরিবারের একজন ছাত্র এ ধরনের নির্দেশ সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করায় তাকে নিগৃহীত হতে হয়। বিভিন্ন হলের গেস্টরুমে ক্যাডারদের দৌরাত্ম্যে প্রতিদিন কোন না কোন ছাত্র অপমানিত হয়। কোন ছাত্র গেস্টরুমে বসে দূরাগত কোন আত্মীয়-স্বজনের সাথে প্রয়োজনীয় আলাপ-আলোচনায় ব্যস্ত থাকা অবস্থায়, কোন ক্যাডার দলবল নিয়ে এসে আত্মীয়-স্বজনসহ ছাত্রকে সিট থেকে তুলে দেয়। এমনকি, ক্যাডারকে দেখার সাথে সাথে সিট থেকে কেন উঠে গেল না পরবর্তীতে প্রকৃত ছাত্রের কাছে কৈফিয়ত চাওয়া হয়। এমনকি, আত্মীয়-স্বজনের সামনেই ছাত্রটিকে বিভিন্ন বাক্যবানে অপমান করে কর্তৃত্ব প্রকাশ করে ক্যাডাররা। হলগুলোর ডাইনিং-এর অব্যবস্থা সম্পর্কে সারাদেশের শিক্ষিত মহলে বহু স্মৃতিকথা চালু আছে। বিশেষত হলের 'ডাইল' রাজনৈতিক মঞ্চের গরম বক্তৃতা এবং কবিতার বিমূর্ত ভাষায়ও অজস্রবার উপমা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আর এই ক্যান্টিনেও ক্যাডারদের দৌরাত্ম্য। দলবল নিয়ে এসে খেয়ে যায় ওরা। পয়সা চাওয়ার সাহস নেই ক্যান্টিন কর্তৃপক্ষের। অভিযোগ আছে, এর পরও ক্যান্টিন কর্তৃপক্ষ নিয়মিত চাঁদা পরিশোধ করেন ক্যাডারদের। আর এভাবে ব্যয়কৃত অর্থ কড়ায়-গন্ডায় আদায় করেন সাধারণ ছাত্রদের অখাদ্য-কুখাদ্য পরিবেশনের মাধ্যমে– যা এই প্রতিবেদনে বিস্তারিত প্রকাশের অবকাশ নেই। সাধারণ ছাত্ররা এসব নিম্নমানের খাদ্য সম্পর্কে আপত্তি জানালে ঐসব ক্যাডার ক্যান্টিন কর্তৃপক্ষের পক্ষে অবস্থান নিয়ে সাধারণ ছাত্রদের হুমকি-ধমকি দেয়।

ক্যাডারদের দৌরাত্ম্যে সদা সন্ত্রস্ত উচ্চ শিক্ষিত তরুণরা সামান্য বিনোদন আশায় টিভিরুমে জড়ো হয়। সেখানেও ক্যাডারদের রাজত্ব চলছে। ক্যাডাররা নিজেরা রিমোর্ট কন্ট্রোল হাতে নিয়ে ইচ্ছেমত চ্যানেল নাড়াচাড়া করছে। নাটক বা কোন জনপ্রিয় অনুষ্ঠান চালাকালে ক্যাডারদের দুরাচার এসব ছাত্রদর্শককে ক্ষুব্ধ করলেও পরিণতির ভয়াবহতার জন্য তা কখনোই প্রকাশ পায় না। নোয়াখালী অঞ্চলের একজন ছাত্র জানান, জনপ্রিয় ইত্যাদি অনুষ্ঠান চলাকালে ক্যাডারদের এই দুরাচার সম্পর্কে মৃদু আপত্তি প্রকাশ করায় একটি হলের ৩ জন ছাত্রকে লাঞ্ছিত হতে হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় নারীর ইজ্জত লুট, অপহরণ করে মুক্তিপণ দাবী, শিক্ষক হত্যা, ছিনতাই, ডাকাতিসহ সকল অপকর্মের হোতা বিভিন্ন তথাকথিত গণতান্ত্রিক ছাত্র সংগঠনের লালিত-পালিত দুর্ধর্ষ ক্যাডাররা। এসব ক্যাডার কখনো কখনো ছাত্র না হয়ে যোগ্য ও ত্যাগী নেতা- কর্মীদের অনেক পেছন ফেলে বড় বড় ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বের আসনগুলো দখল করে ভাবেসাবে মহানেতা। বনে যান।

তথ্যানুসন্ধানের বিভিন্ন পর্যায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রের সাথে আলাপকালে একাধিক ছাত্র হতাশ কণ্ঠে বলেন, "ভাবতে অবাক লাগে, এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা '৫২-এর আন্দোলনে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেছে। '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে সংগঠিত করেছে, '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বখ্যাত সুদক্ষ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে বিজয় ছিনিয়ে এনেছে অথচ স্বাধীনতার মাত্র ২৫ বছর পর তাদের এই 'চির উন্নত মমশীর' নুয়ে পড়েছে মাত্র শ' দুয়েক ক্যাডারের দৌরাত্ম্যের কাছে। ফলত ২৮ হাজার ছাত্র-ছাত্রীসহ শিক্ষক-কর্মচারীরা বিভিন্ন সংগঠনের লালিত-পালিত এসব ক্যাডারের জুলুম-অত্যাচার সহ্য করছে অনেকটা ক্রীতদাসের মতো। মাস্টার্স পড়ুয়া একজন ছাত্রকে ক্যাডাররা পিয়নের মতো ব্যবহার করতে চায়, চা আনতে পাঠায়, সিগারেট আনতে বলে, সব ক্ষেত্রে সাধারণ ছাত্রদের উপর জুলুম অত্যাচার চালায়। এর কোন প্রতিকার নেই। রাজনীতির সুতোয় শিক্ষকদের হাত বাঁধা। সরকারী দল আর বিরোধী দল তো তাদের লালন-পালনই করেন। তাই 'বিচারের বাণী নীরবে-নিভৃতে কাঁদে' আমরা যাব কোথায়।"